আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: سُبْحٰنَ اللّٰهِ আল্লাহ পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত

এ সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে:

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِىُّ

১. তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি (এ থেকে) পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। তিনি অভাবমুক্ত। (১০:৬৮)

وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

২. আর আল্লাহ পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১২:১০৮)

أَتَىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

৩. আল্লাহর নির্দেশ আসবেই, সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। তিনি অবশ্যই পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত এবং তারা তার সাথে যাদের শরীক করে তিনি তাদের চেয়ে অনেক উর্ধে। (১৬:১)

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ

৪. তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (১৬:৫৭)

سُبْحٰنَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

৫. মহাবিশ্বে ত্রুটিহীন মহাপরিচালক তিনি, যিনি তার দাস (মুহাম্মদকে) রাতের বেলা ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসার দিকে। (১৭:১)

سُبْحٰنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

৬. তারা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং অনেক উর্ধে, তিনি মহামর্যাদাবান। (১৭:৪৩)

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

৭. হে নবী তুমি বলো! ত্রুটিমুক্ত পবিত্র মহান আমার প্রভু, আমি কি একজন মানুষ রাসূল ছাড়া আর কিছু? (১৭:৯৩)

وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

৮. তারা বলে: আমাদের প্রভু পবিত্র মহান! আমাদের প্রভুর ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে। (১৭:১০৮)

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ

৯. সন্তান গ্রহণ করা তো আল্লাহর কাজ নয়, এ থেকে তিনি মুক্ত, পবিত্র। (১৯:৩৫)

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

১০. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া বহু মা'বূদ থাকত তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা অপবাদ দেয় তা হতে আরশের মালিক আল্লাহ অনেক উর্ধে, পবিত্র, মহান। (২১:২২)

وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

১১. আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২১:২৬)

أَن لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّـٰلِمِينَ

১২. (মাছের পেটের ভিতর থেকে ইউনুসের দোয়া) প্রভু তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ (উদ্ধারকারী) নেই, তুমি পবিত্র, মহান। আমি তো জালিম, অন্যায়কারী। (২১:৮৭)

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

১৩. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বূদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বূদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ অতি পবিত্র! (২৩:৯১)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحٰنَكَ هَـٰذَا بُهْتَـٰنٌ عَظِيمٌ

১৪. তোমরা এই কথা (মিথ্যা অপবাদ, হযরত আয়েশার চরিত্রের উপর) শুনার সাথে সাথে কেন বললে না: এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়, আল্লাহ পবিত্র, এ-তো এক বিরাট অপবাদ। (২৪:১৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا

১৫. তারা বলবেঃ আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারিনা। আপনিইতো এদেরকে ও এদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন। পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (২৫:১৮)

فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

১৬. অতঃপর সে (মুসা) যখন ওর (তুর পাহাড়ের আগুন) নিকট এলো তখন ঘোষিত হলঃ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই আগুনের মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুস্পার্শ্বে। জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (২৭:৮)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১৭. তোমার রাব্ব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। (২৮:৬৮)

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

১৮. সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। (৩০:১৭)

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১৯. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন; তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেহ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (৩০:৪০)

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

২০. তারা (ফেরেশতারা) বলবে, আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (৩৪:৪১)

سُبْحٰنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

২১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (৩৬:৩৬)

فَسُبْحٰنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

২২. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬:৮৩)

سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

২৩. তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। (৩৭:১৫৯)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

২৪. তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। (৩৭: ১৮০)

لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

২৫. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (৩৯:৪)

وَمَا قَدَرُوا۟ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌۢ بِيَمِينِهِۦ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

২৬. তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। (৩৯:৬৭)

لِتَسْتَوٗا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحٰنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ

২৭. যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। (৪৩:১৩)

سُبْحَٰنَ رَبِّ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

২৮. তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। (৪৩:৮২)

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

২৯. নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র। (৫২:৪৩)

هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

৩০. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। (৫৯:২৩)

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

৩১. (তারা বললো) আমাদের প্রভু পবিত্রতা ঘোষণা করছি, অবশ্যই আমরা ছিলাম জালিম। (৬৮:২৯)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি আমাদেরকে মনের অন্তঃস্থল থেকে সুবাহানাল্লাহ বলার তৌফিক দান করুন। "সুবাহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার এবং শেষে

لاَ اِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ , لاَ شَرِيْكَ لَهُ , وَلَهُ اَلْمُلْكُ , وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি একক অদ্বিতীয়, তার কোনো শরিক নেই, বিশ্ব জগতের মালিকানা তারই, সমস্ত প্রশংসা তার, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

প্রতি সালাতের পর এই দোয়া পড়লে সমুদ্রের ফেনা পরিমান গুনাহ মাফ করে দেবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।" (হাদিস মুসলিম বুক ১৬, হাদিস নং ১২)

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/